[২০১৮] ৫ এস. সি. আর. ৩২৬

অনিতা জব এবং অন্যান্য

বনাম

কেরালা ও অন্যান্য রাজ্য

(২০১৮ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৩৮৭৪)

এপ্রিল ২০, ২০১৮

[এ. কে. সিক্রি এবং অশোক ভূষণ, বিচারপতিদ্বয়]।

শিক্ষা/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ভর্তি - এমবিবিএস কোর্স - হাইকোর্টের আদেশ অনুসারে, ভর্তির আবেদন অনলাইনে করতে হবে- আপিলকারী-প্রার্থীদের মামলা ছিল যে যদিও তারা আবেদনের শেষ তারিখের আগে ভর্তির জন্য ফি সংক্রান্ত ডিমান্ড ড্রাফ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু মালাবার মেডিকেলের ওয়েবসাইটে কিছু ত্রুটির কারণে তাদের অনলাইন আবেদন জমা দেওয়া যায়নি কলেজ-যোগ্য প্রার্থীদের তালিকায় আপিলকারীদের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল না আপিলকারী-প্রার্থীদের অভিযোগ ভর্তি তত্ত্বাবধান কমিটি (এ এস সি) ২২.৯.২০১৬ তারিখে অভিযোগগুলি আমলে নিয়ে কলেজের অবস্থান উল্লেখ করেছে এবং কলেজের অবস্থান উল্লেখ করেছে যে তাদের নাম যোগ্য প্রার্থীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে কলেজ কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তিশর্তসাপেক্ষে এটি গ্রহণ করে যে প্রার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য ব্যর্থ প্রচেষ্টার প্রমাণ জমা দিতে হবে এবং নির্ধারিত কাট অফ তারিখের আগে ডিমান্ড ড্রাফ্ট নেওয়া হবে কলেজ এর আগে ব্যবস্থাপনা/এনআরআই কোটায় ভর্তির জন্য প্রচেষ্টা করেছিল কিন্তু আসন পূরণ করা যায়নি – কলেজে সকল আপিলকারীদের ভর্তি – ম্যানেজমেন্ট/এনআরআই কোটার আটটি আসন সরকারের কাছে সমর্পণ করা হয়েছিল - ৪.৩.২০১৭ তারিখে, এএসসি ম্যানেজমেন্ট কোটার অধীনে ৭৮ জন প্রার্থীর ভর্তি স্থগিত করে এবং কলেজ কর্তৃক প্রণীত এনআরআই কোটার অধীনে আটজন প্রার্থীর ভর্তি - এএসসি কলেজে ভর্তি হওয়া চার প্রার্থীর মামলা বাতিল করে দেয়। কারণ তাদের নাম মেডিকেল কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত তালিকার বাইরে ছিল এবং এনআরআই কোটার অধীনে ভর্তি হওয়া ছয়জন আবেদনকারীর ক্ষেত্রে, তাদের ভর্তি বাতিল করা হয় কারণ তারা মেডিকেল কলেজ কর্তৃক জমা দেওয়া অনলাইন আবেদনের কোনও তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল না। রিট আবেদন - আপিলকারীদের প্রথম বর্ষে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করা হয়েছে এমবিবিএস পরীক্ষা - রিট আবেদন খারিজ করা হয়েছে - আপিলের ভিত্তিতে, এই আদালত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে এবং অবশেষে রায় দিয়েছে: বর্তমান মামলাটি এমন কোনও মামলা নয় যেখানে আপিলকারীরা এন ই ই টি -তে উপস্থিত হননি

পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী অন্য প্রার্থীদের যোগ্যতা উপেক্ষা করে ভর্তির অনুমতি দেওয়া হয়েছে অথবা এন ই ই টি-তে অন্যান্য প্রার্থীদের যোগ্যতা উপেক্ষা করে ভর্তি দেওয়া হয়েছে - আপিলকারীদের কাছে উচ্চতর র‍্যাঙ্ক বা যোগ্যতা অর্জনকারী কোনও প্রার্থীর বিবরণ নথিতেআনা হয়নি - এটা সত্য হতে পারে যে, ২২.০৯.২০১৬ তারিখের এ এস সি -এর আদেশে কলেজকে স্পষ্টভাবে অনুমতি দেওয়া হয়নি যে, যারা পূর্বে অনলাইনে নিবন্ধনের জন্য ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছিল, তাদের কলেজের যোগ্য প্রার্থীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। কিন্তু কলেজ এ এস সি -তে অভিযোগকারী সাতজন প্রার্থীর পাশাপাশি অন্যদেরও এই সুযোগ দেওয়ায়, কলেজের এই ধরনের পদক্ষেপকে অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বা তির্যক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলা যাবে না। বিশেষ করে যখন একই অবস্থানে থাকা প্রার্থীদের যোগ্য প্রার্থীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে - হাইকোর্ট ২৩.০৯.২০১৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তিে কলেজ কর্তৃক আরোপিত গুরুত্বপূর্ণ শর্তটি যথাযথভাবে বিবেচনা করেনি যে, যেসব প্রার্থীরা আসেন, তারা দাবি করেন যে তারা ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছেন। অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের জন্য এবং প্রমাণ সহকারে আসতে হবে যে তারা ভর্তির শেষ তারিখের পূর্ববর্তী তারিখের ফি-এর ডিমান্ড ড্রাফ্ট প্রস্তুত করেছে - এই সুরক্ষা ব্যবস্থাটি এমন আবেদনকারীদের জন্য যথেষ্ট ছিল যারা ভর্তির শেষ তারিখের আগে কলেজে ভর্তির কথা ভাবেননি - এটা নিঃসন্দেহে বিতর্কিত যে আপিলকারীদের কাছে কলেজের নামে ডিমান্ড ড্রাফ্টের প্রমাণ ছিল যা ভর্তির শেষ তারিখের আগে ছিল - মামলার তথ্য অনুসারে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ভর্তির বিষয়ে অবহিত করা হয়েছিল - এবং এ এস সি প্রথমবারের মতো শুধুমাত্র ৩.৬.২০১৬ তারিখে তাদের ভর্তি বাতিল করে দেয় এবং আরও আপিলকারীদের হাইকোর্ট কর্তৃক এমবিবিএস প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, এই সময়ের ব্যবধানে, এ এস সি এবং হাইকোর্ট কর্তৃক নির্দেশিত ত্রুটিগুলির কারণে আপিলকারীদের কলেজ থেকে বের করে দেওয়া যাবে না - হাইকোর্ট এবং এ এস সি এর আদেশ বাতিল করা হল।

আপিল মঞ্জুর করে আদালত

স্থির করেছে: ১.২২.০৯.২০১৬ তারিখের আদেশটি তার বিধিবদ্ধ ক্ষমতা প্রয়োগ করে এ এস সি দ্বারা পাস করা হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। এটি সত্য যে ২২.০৯.২০১৬ তারিখের আদেশে কোনও স্পষ্ট নির্দেশ ছিল না যে অন্যান্য প্রার্থীদের নাম যারা এমনকি অভিযোগ জমা দেয়নি তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা উচিত বা কোনও নতুন আবেদন আহ্বান করা উচিত কিন্তু কলেজ উপরোক্ত আদেশ থেকে দিকনির্দেশনা নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে সমস্ত প্রার্থীদের জন্য একই সুরক্ষা প্রসারিত করে যারা নিবন্ধনের জন্য তাদের ব্যর্থ প্রচেষ্টা নিয়ে আসে কিন্তু

নির্ধারিত কাট অফ তারিখের আগে নেওয়া ডিমান্ড ড্রাফ্ট নিয়ে আসা উচিত। নির্ধারিত কাট অফ তারিখের আগে নেওয়া ডিমান্ড ড্রাফ্টের প্রয়োজনীয়তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যা কলেজে আবেদন করার কথা কখনও ভাবেননি এমন প্রার্থীদের কোনও নতুন ডিমান্ড ড্রাফ্ট নিয়ে আসতে নিষেধ করেছিল। ২৩.০৯.২০১৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তি ভর্তির শেষ তারিখ '০৯.০৯.২০১৬'-এর আগে খসড়া। বর্তমান মামলায় কলেজ আবেদনকারীদের ডিমান্ড ড্রাফ্টের বিশদ বিবরণ দাখিল করেছিল এবং আবেদন করার শেষ তারিখের আগে নেওয়া ডিমান্ড ড্রাফ্টের সাথে তাদের এম. এস জমা দেওয়ার বিষয়ে কোনও বিতর্ক ছিল না। হাইকোর্ট একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল যে যেহেতু তারা '০৯.০৯.২০১৬'-এর আগে অনলাইনে আবেদন করেনি, তাই তারা ভর্তির অধিকারী ছিল না এবং অনলাইন আবেদন জমা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা এমন একটি শর্ত ছিল যা পূরণ করা হয়নি, তাদের আবেদনগুলি এ. এস. সি দ্বারা অনুমোদিত হয়নি এবং হাইকোর্টও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে তাদের আবেদনগুলি '০৯.০৯.২০১৬'-এর পরে করা হয়েছিল এবং তাদের কলেজে ভর্তি করা হয়েছিল। কোনও বিতর্ক থাকতে পারে না যে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে এবং হাইকোর্টের তারিখের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ অনুসারে শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট কলেজগুলিতে অনলাইনে ভর্তির আবেদন জমা দিতে হবে এবং এন. ই. ই. টি পরীক্ষায় প্রতিফলিত যোগ্যতার ভিত্তিতে ভর্তি নেওয়া হবে। [অনুচ্ছেদ ২১] [৩৩৮-বি-জি]

২. কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোনও প্রার্থী এবং আবেদনকারীদের কাছে এন. ই. ই. টি-তে উচ্চতর পদমর্যাদার অধিকারী এবং ভর্তি না হওয়ার বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন এমন কোনও প্রার্থী সম্পর্কে উত্তরদাতারা কোনও বিবরণ দেখাতে পারেননি। এটি 'ইকোর্ড'-এর উপরও রয়েছে যে আসলে ম্যানেজমেন্ট কোটা এবং এন. আর. আই কোটায় ভর্তির পরেও ৮ টি আসন পূরণ করা হয়নি যা কলেজ দ্বারা সরকারের কাছে সমর্পণ করা হয়েছিল। এখনও শূন্য আসনের বিরুদ্ধে স্পট ভর্তির জন্য আমন্ত্রিত আটজন প্রার্থীর নামের বিবরণ কলেজে পাঠানো হয়েছিল। আবেদনকারীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র পাওয়ার পর এবং সন্তুষ্ট হওয়ার পরে তাদের কাছে ডিমান্ড ড্রাফ্ট ছিল এবং তাদের নিবন্ধনের জন্য ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে কলেজটি তাদের নাম ২৭.০৯.২০১৬-এ প্রকাশ করে। এ. এস. সি, যা পুরো ভর্তি প্রক্রিয়া তদারকি ও গাইড করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, কলেজকে নামগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ২২.০৯.২০১৬ তারিখের আদেশ জারি করে

৭ জন প্রার্থী যাদের নাম আগে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, তাদের মধ্যে কলেজ উক্ত সুবিধা এবং সুবিধাটি অন্যান্য প্রার্থীদের কাছে প্রসারিত করে যারা ভর্তির নির্ধারিত কাট অফ তারিখের আগে নেওয়া ডিমান্ড ড্রাফ্ট সহ নিবন্ধনের ব্যর্থ প্রচেষ্টার প্রমাণ নিয়ে আসে। [অনুচ্ছেদ ২২, ২৩] [৩৩৮-এইচ; ৩৩৯-এ-ই]

৩. উচ্চ আদালত সেই গুরুত্বপূর্ণ শর্তটি যথাযথভাবে বিবেচনা করেনি যা কলেজ কর্তৃক ১ নম্বর তারিখের বিজ্ঞপ্তিে রাখা হয়েছিল যে প্রার্থীরা অনলাইনে নিবন্ধনের জন্য ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছেন বলে দাবি করে আসবেন এবং প্রমাণ নিয়ে আসবেন যে তারা ভর্তির শেষ তারিখের পূর্ব তারিখের ফি-র ডিমান্ড ড্রাফ্ট প্রস্তুত করেছেন। উপরের সুরক্ষাটি সেই আবেদনকারীদের জন্য যথেষ্ট ছিল যারা ভর্তির শেষ তারিখের আগে কলেজে ভর্তির কথা ভাবেননি। [অনুচ্ছেদ ২৬] [৩৪২-বি-সি]

৫. এটি বিতর্কিত নয় যে, আবেদনকারীদের কাছে কলেজের নামে ডিমান্ড ড্রাফ্টের প্রমাণ ছিল যা শেষ তারিখের আগে ছিল ভর্তি। বর্তমান মামলার তথ্যে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা ৩০.০৯.২০১৬-এ ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল এবং এএসসি প্রথমবার শুধুমাত্র ০৩.০৬.২০১৬-এ তাদের ভর্তির অনুমোদন দেয়নি এবং আরও আবেদনকারীদের উচ্চ আদালত দ্বারা এমবিবিএস প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, এই সময়ে, আমরা উল্লিখিত উপরের ত্রুটিগুলির কারণে আবেদনকারীদের কলেজ থেকে বের করে দিতে আগ্রহী নই এ. এস. সি এবং হাইকোর্ট দ্বারা। [অনুচ্ছেদ ২৭] [৩৪২-সি-ই]

ঋষভ চৌধুরী বনাম ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্য (২০১৭) ৩ এস. সি. সি ৬৫২: [২০১৭] ১ এস. সি. আর ৫৫৯-বিশিষ্ট। সংকল্প চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এবং আরেকটি বনাম ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্য (২০১৬) ৭ এস. সি. সি ৪৮৭; খ্রিষ্টান মেডিকেল কলেজ, ভেলোর এবং অন্যান্য বনাম ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্য (২০১৪) ২ এস. সি. সি. ৩০৫: [২০১৩] ৭ এস. সি. আর. ৯০৮-কেস ল রেফারেন্স-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

<u>মামলা প্রসঙ্গঃ</u>

(২০১৬) ৭ এসসিসি ৪৮৭	অনুচ্ছেদ ২	উল্লেখ করা হয়েছে
[২০১৭] ১ এসসিআর ৫৫৯	অনুচ্ছেদ ২৪	পার্থক্য করা হয়েছে
[২০১৩] ৭ এসসিআর ৯০৮	অনুচ্ছেদ ২৫	উল্লেখ করা হয়েছে

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৮ সালের ৩৮৭৪ নং দেওয়ানি আপিল।।

এরনাকুলামে কেরালা হাইকোর্টের ০৪.০১.২০১৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে রিট আবেদন (দেওয়ানি) নং ২৪১৩৩/২০১৭।

হুজেফা আহমাদি, সিনিয়র বিচারপতি., জুলফিকার আলী পি. এস., ফয়সাল এম. আবুবাকার, মিসেস লক্ষ্মী শ্রী পুথেনপুরাক্কাল, আপিলকারীদের পক্ষে বিচারপতি.

পল্লব শিশোদিয়া, জয়দীপ গুপ্ত, সিনিয়র বিচারপতি., সি. কে. শশী, মিসেস, নয়নতারা রায়, মনুকৃষ্ণন, জি, ভেঙ্কিতা সুব্রামানিয়াম টি. আর., পি. শ্রীকুমার, সন্তোষ কৃষ্ণান, আব্দেশ চৌধুরী, রাজীব রঞ্জন দ্বিবেদী, উত্তরদাতাদের পক্ষে বিচারপতি।

'আদালতের রায় বিতরণ করা হয়েছিল

অশোক ভূষণ, জে, দ্বারা, কেরালা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের তারিখের ০৪.০১.২০১৮ রায়ের বিরুদ্ধে দশজন আপিলকারী এই আপিল দায়ের করেছেন, যার মাধ্যমে ভর্তি তত্ত্বাবধায়ক কমিটির তারিখের ০৩.০৬.২০১৭-এর আদেশকে বিরোধকরে তাদের রিট আবেদন খারিজ করা হয়েছে।

২. এই আপিলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মামলার যে সংক্ষিপ্ত তথ্যগুলি উল্লেখ করা প্রয়োজন সেগুলি হলঃ

মালাবার মেডিকেল কলেজ এবংরিসার্চ সেন্টার এমবিবিএস কোর্সে ১৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমতি দিয়েছে। ফলস্বরূপ, এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি এন. ই. ই. টি পরীক্ষার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। এই আদালত সংকল্প চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এবং অন্য বনাম ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্যদের (২০১৬) ৭ এস. সি. সি ৪৮৭-এ তার আদেশ অনুসারে নির্দেশ দিয়েছে যে কোনও বেসরকারী কলেজ বা সমিতি বা কোনও বেসরকারী/ডিম্ড বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা এমবিবিএস বা বি. ডি. এস অধ্যয়নে ভর্তির জন্য কোনও পরীক্ষা নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। এমবিবিএস কোর্সের সমস্ত আয়ন জাতীয় রাই-কাম-এন্ট্রান্স টেস্ট (এন. ই. ই. টি)-এর ভিত্তিতে করা হবে। সমস্ত আবেদনকারী এন. ই. ই. টি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন এবং তাদের নিজ নিজ পদমর্যাদার সাথে যোগ্য ঘোষণা করেছিলেন। কেরালা রাজ্য বেসরকারী/স্ব-অর্থায়ন কলেজগুলিতে সরকারি/ব্যবস্থাপনা/এনআরআই আসনে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিভিন্ন সরকারি আদেশ জারি করেছে। কেরালা সরকারের জারি করা আদেশ অনুসারে, প্রবেশিকা পরীক্ষার কমিশনার সমস্ত বেসরকারী/স্ব-অর্থায়ন কলেজগুলিতে সরকারি ব্যবস্থাপনা/এনআরআই আসনে এমবিবিএস-এর জন্য বরাদ্দ করবেন।

৩। সরকারি আদেশকে বিরোধকরে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজগুলি রিট আবেদনদাখিল করেছিল। কেরালা হাইকোর্ট একগুচ্ছ রিট আবেদনে, ২০১৬ সালের শীর্ষস্থানীয় রিট আবেদনটি এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে ভর্তির বিষয়ে নির্দিষ্ট নির্দেশ সহ কেরালা রাজ্য কর্তৃক জারি করা আদেশ স্থগিত করেছিল। মালাবার মেডিকেল কলেজ (এরপরে 'কলেজ' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) ভর্তি তত্ত্বাবধায়ক কমিটির কাছে একটি প্রসপেক্টাস জমা দিয়েছে (এরপরে 'এএসসি ডিগ্রি' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং এটি '০৬.০৯.২০১৬'-এ অনুমোদিত হয়েছে। কেরালা হাইকোর্টের তারিখ ২৬.০৮.২০১৬ দ্বারা গৃহীত আদেশ অনুসারে এবং এএসসি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে, ভর্তির জন্য আবেদনগুলি অনলাইনে করা হবে। ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল ০৯.০৯.২০১৬। সংশ্লিষ্ট কলেজগুলিকে অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনের তালিকা প্রকাশ করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যাতে এএসসি পুরো ভর্তি প্রক্রিয়া তদারকি ও পরিচালনা করতে সক্ষম হয়।

৪। আবেদনকারীদের মামলাটি হল যে, যদিও তারা '০৯.০৯.২০১৬'-এর আগে ভর্তির জন্য ফি সম্পর্কিত ব্যাঙ্ক থেকে ডিমান্ড ড্রাফ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু কলেজের ওয়েবসাইটে কিছু ত্রুটির কারণে তাদের অনলাইন আবেদন জমা দেওয়া যায়নি। '১৩.০৯.২০১৬' কলেজে ১৩৩৫ জন প্রার্থীর একটি তালিকা প্রকাশ করে যেখানে আবেদনকারীদের নাম ছিল না। কিছু অন্যান্য প্রার্থী যাদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল না তারা এএসসি-র কাছে অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের বিষয়টি বিবেচনা করে এএসসি কলেজের অবস্থান লক্ষ্য করে '২২.০৯.২০১৬'-এ একটি আদেশ জারি করে যে তাদের নাম যোগ্য প্রার্থীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। প্রাপ্তির পরে, উপরোক্ত ২২.০৯.২০১৬ তারিখের আদেশটি কলেজ তাদের ওয়েবসাইটে ২৩.০৯.২০১৬-এ একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছিল।

৫। ২৩ তারিখের বিজ্ঞপ্তি। ছাত্রছাত্রীদের কাছে উল্লেখ করা হয় যে, (১) নিবন্ধীকরণের জন্য তাঁদের ব্যর্থ প্রচেষ্টা এবং (২) নির্ধারিত কাট অফ তারিখের আগে নেওয়া ডিমান্ড ড্রাফ্টের প্রমাণ সহ সকলের আবেদন কলেজ গ্রহণ করবে। কলেজের ২৩ নম্বর বিজ্ঞপ্তিঅনুসরণ করে আবেদনকারীরা তাঁদের আবেদনপত্র জমা দেন, প্রমাণ সহ যে ডিমান্ড ড্রাফ্টগুলি নির্ধারিত কাট অফ তারিখের আগে নেওয়া হয়েছিল। ২৭ তারিখে কলেজ ৩৩ জন যোগ্য ছাত্রছাত্রীর সম্পূরক তালিকা প্রকাশ করে। যেখানে সমস্ত আবেদনকারীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কলেজ এর আগে 'ম্যানেজমেন্ট কোটা/এনআরআই কোটায় ভর্তির জন্য দুটি প্রচেষ্টা করেছিল কিন্তু আসন পূরণ করা যায়নি।

৬. ২৮.০৯.২০১৬-এ, কলেজ দ্বারা আবেদনকারীদের ভর্তি করা হয় এবং ৩০.০৯.২০১৬-এ, বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম সহ ১৪২ জন শিক্ষার্থীর তালিকা দেওয়া হয়

আবেদনকারীদের কেরালা ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেসে নিবন্ধিত করা হয়েছিল। ম্যানেজমেন্ট/এনআরআই কোটার অন্তর্গত যে দর্শনীয় আসনগুলি পূরণ করা হয়নি সেগুলি সরকারের কাছে সমর্পণ করা হয়েছিল এবং ০৫.১০.২০১৬ তারিখের আদেশের ভিত্তিতে, ৮ জন প্রার্থীকে প্রবেশিকা পরীক্ষার কমিশনার দ্বারা কলেজে পাঠানো হয়েছিল যা কলেজ দ্বারাও ভর্তি করা হয়েছিল। তাদের ভর্তির পরে, আবেদনকারীরা তাদের সভায় উপস্থিত হতে শুরু করেছিলেন। এদিকে, কলেজ অফ ম্যানেজমেন্ট/এস. আর. আই কোটায় ভর্তির বিবরণ এ. এস. সি-কে পাঠানো হয়েছিল। এ. এস. সি-র নির্দেশ অনুযায়ী ম্যানেজমেন্ট কোটায় ৭৮ জন প্রার্থী এবং এন. আর. আই কোটায় ৮ জন প্রার্থীকে ভর্তি করা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এ. এস. সি-তে আবেদনকারীদের ভর্তি সহ সমস্ত ভর্তির বিবরণ ইতিমধ্যেই প্রশাসনকে পাঠানো হয়েছিল। মেডিকেল কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত তালিকার বাইরে তাঁদের নাম এবং এনআরআই কোটায় ভর্তি হওয়া ছয়জন আবেদনকারীর বিষয়ে মেডিকেল কলেজ কর্তৃক জমা দেওয়া কোনও অন-ইন আবেদন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় তাঁদের ভর্তি বাতিল করা হয় বলে ম্যানেজমেন্ট কোটায় কলেজে ভর্তি হওয়া চারজনের মামলা বাতিল করে এএসসি।

৭. তারপর ০৩.০৬.২০১৭ তারিখের আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে, আপিলকারীরা ২০১৭ সালের রিট আবেদন(সি) নং ২৪১৩৩ দায়ের করেন যাতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ পাস করা হয়। ০ ২৭.০৭.২০১৭ আবেদনকারীদের প্রথম বর্ষের এমবিবিএস পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দেয়। শেষ পর্যন্ত কেরালা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ তার ০৪.০১.২০১৮ তারিখের রায় দ্বারা এই আবেদনটি খারিজ করে দেয়, যার বিরুদ্ধে এই আপিল দায়ের করা হয়েছে।

৮. এই আদালত ১৬.০২.২০১৮-এর আপিল গ্রহণ করার সময় নির্দেশ দেয় যে, ইতিমধ্যে, হাইকোর্টের কাছে রিট কার্যধারা বিচারাধীন থাকাকালীন যে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করা হয়েছিল তা কার্যকর হবে।

৯. আমরা আবেদনকারীদের পক্ষে অভিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী হুজেফা আহমাদি এবং ভর্তি তত্ত্বাবধায়ক কমিটির পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী শ্রী জয়দীপ গুপ্তের কথা শুনেছি। আমরা কেরালা রাজ্য, কেরালা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় এবং মালাবার মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের পক্ষেও বিজ্ঞ পরামর্শ শুনেছি।

১০. আবেদনকারীদের পক্ষে শিক্ষিত বিচারপতিবলেন যে, কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি এবং এ. এস. সি কর্তৃক জারি করা নির্দেশাবলী অনুসারে আবেদনকারীদের ভর্তি করা হয়েছিল। এটি জমা দেওয়া হয় যে যদিও আবেদনকারীরা কাট অফ তারিখের আগে অনলাইন আবেদন করতে ব্যর্থ হয়েছিল, অর্থাৎ, ০৯.০৯.২০১৬ কিন্তু যখন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল

অনিতা জব এবং অন্যান্য বনাম দ্য স্টেট অফ কেরালা এবং অন্যান্য [অশোক ভূষণ, বিচারপতি] ৩৩৩

২৩.০৯.২০১৬ সমস্ত আবেদনকারী যারা কাট অফ তারিখের আগে ডিমান্ড ড্রাফ্ট সহ সফলভাবে অনলাইন আবেদন জমা দিতে পারেনি, তারা বিজ্ঞপ্তিঅনুসরণ করে তাদের আবেদন জমা দেয় এবং ২৮.০৯.২০১৬-এ ভর্তির অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি জমা দেন যে মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া দ্বারা নির্ধারিত কাট অফ তারিখ এবং এই আদালত কর্তৃক অনুমোদিত ৩০.০৯.২০১৬ এবং আবেদনকারীদের ভর্তি কাট অফ তারিখের আগে নেওয়া হয়েছিল, কোনও অবৈধতা ছিল না। তিনি আরও জমা দেন যে আবেদনকারীদের ভর্তি, এন. ই. ই. টি-তে তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী করা হয়েছিল এবং কোনও প্রার্থী বা অন্য কোনও ব্যক্তি আবেদনকারীদের ভর্তির বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করেননি। এন. ই. ই. টি-তে উচ্চতর পদমর্যাদার কোনও প্রার্থী এ. এস. সি বা কোনও আদালতে অভিযোগ করেননি যে তিনি কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করেছিলেন এবং আবেদনকারীদের চেয়ে উচ্চতর পদমর্যাদার ছিলেন। এন. ই. ই. টি-র যোগ্যতার ভিত্তিতে আবেদনকারীদের ভর্তিতে এ. এস. সি-র হস্তক্ষেপ করা উচিত ছিল না।

১১। উত্তরদাতা-এ. এস. সি-র পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী শ্রী জয়দীপ গুপ্ত বলেন যে, কোনও কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করার একমাত্র পদ্ধতি ছিল অনলাইন, অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার জন্য প্রকাশিত তারিখ ছিল এবং স্বীকারযোগ্য যে আবেদনকারীরা -এর আগে তাদের আবেদন জমা দেননি এবং যোগ্য প্রার্থীদের কলেজ দ্বারা প্রকাশিত তালিকায় তাদের নামও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, তারা স্পষ্টতই ভর্তির অধিকারী ছিলেন না এবং এ. এস. সি যথাযথভাবে তাদের ভর্তিকে অস্বীকার করেছিলেন। এটি আরও জমা দিয়েছে যে এ. এস. সি দ্বারা জারি করা ২২.০৯.২০১৬ তারিখের আদেশটি কলেজ কর্তৃক তাদের অনলাইন আবেদন সম্পর্কিত অভিযোগকারী প্রার্থী ব্যতীত অন্যদের আবেদন গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে না। কলেজ আবেদনকারীদের আবেদন গ্রহণ করতে পারত না।

১২, বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীতবিচারপতির পাশাপাশি কেরল রাজ্যের বিদ্বানবিচারপতিরাও এ. এস. সি-র প্রবীণ কৌঁসুল শ্রী জয়দীপ গুপ্তের যুক্তি গ্রহণ করেছেন। অধ্যক্ষের অভিজ্ঞবিচারপতিরা আবেদনকারীদের মামলাটিকে সমর্থন করেছেন এবং আবেদনকারীদের ভর্তি যথাযথভাবে তাদের এন. ই. ই. টি র্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন।

১৩. আমরা পক্ষগুলির পক্ষে বিজ্ঞ পরামর্শদাতার জমা দেওয়া বিষয়গুলি বিবেচনা করেছি এবং নথিগুলি পর্যালোচনা করেছি।

১৪. আমরা ইতিমধ্যেই উপরে লক্ষ্য করেছি যে কেরল হাইকোর্ট ২৬.০৮.২০১৬-এর উপর অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করেছে যার অধীনে হাইকোর্ট জারি করেছে

এমবিবিএস/বিডিএস কোর্স ২০১৬-২০১৭-এ ভর্তির বিষয়ে কিছু নির্দেশনা। এই প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক রায়ের ৯ অনুচ্ছেদ নিম্নরূপঃ

"৯। তদনুসারে, বিতর্কিত আদেশগুলির কার্যকারিতা ও বাস্তবায়নের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ থাকবে, জি. ও. (আর. টি) নংঃ ২৩১৪/২০১৬ এইচ & এফডাব্লুডি তারিখ ২০.০৮.২০১৬ এবং জিও. (আরটি) নং ২৩৩৬/২০১৬/এইচ & এফডাব্লুডি তারিখ ২৩.০৮.২০১৬, নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষেঃ

(i) এম. বি. বি. এস/বি. ডি. এস কোর্সে ভর্তি কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট কলেজগুলিতে আবেদনকারী প্রার্থীদের মধ্যে আন্তঃ-যোগ্যতার ভিত্তিতে নেট, সি ২০১৬-এর র‍্যাঙ্কিং তালিকার প্রার্থীদের র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে হবে।

(ii) কলেজগুলি একমত যে, ভর্তির জন্য আবেদনগুলি শুধুমাত্র অনলাইনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয় এবং উক্ত প্রক্রিয়াটি মেধার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা প্রদান করে। এবং আবেদনকারীদের পরিচয়। অতএব, আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি তত্ত্বাবধায়ক কমিটির তদন্তের জন্য এই ধরনের আবেদনপত্র আপলোড করা হবে।

(iii) যেহেতু অ্যাডমিশন সুপারভাইজরি কমিটির আইনজীবী একটি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন যে কিছু কলেজ তাদের প্রসপেক্টাসের জন্য অ্যাডমিশন সুপারভাইজরি কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করেনি, তাই ভর্তির প্রক্রিয়া কেবলমাত্র সেই প্রসপেক্টাসের ভিত্তিতেই এগিয়ে নেওয়া হবে, যার জন্য অ্যাডমিশন সুপারভাইজরি কমিটির অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েছে।

(iv) ভর্তি তত্ত্বাবধায়ক কমিটিকে এই ধরনের জমা দেওয়ার তিন দিনের মধ্যে অনুমোদনের জন্য তাদের কাছে জমা দেওয়া প্রসপেক্টাস অনুমোদন বা অস্বীকার করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

১৫. এটা প্রাসঙ্গিক যে, কেরল হাইকোর্টের ৩য় তারিখের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের বিরুদ্ধে ভারত সরকার একটি এসএলপি দাখিল করেছে, যা এই আদালত ২০১৬ সালের ১ম আইডিতে ২য় আইডিতে উল্লেখ করেছে। আদালত শুধুমাত্র শর্ত নং ১-এর সেই অংশটি সরিয়ে দেয় যেখানে সংশ্লিষ্ট কলেজগুলিকে কাউন্সেলিং পরিচালনা এবং শিক্ষার্থীদের ভর্তি করার অনুমতি দেওয়া হয়

গুণাবলীতে না গিয়ে এই আদালত অবশ্য বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে, এই আদালত সংশ্লিষ্ট কলেজগুলির দ্বারা করা শিক্ষার্থীদের ভর্তিতে হস্তক্ষেপ করছে না, যেমনটি রাজ্য সরকারের সাথে সমঝোতায় পৌঁছানোর পরে করা হয়েছিল। এই আদালতের ২৮.০৯.২০১৬ তারিখের আদেশের শেষ দুটি অনুচ্ছেদ নিম্নরূপঃ

"বিজ্ঞ সলিসিটর জেনারেলের পাশাপাশি উত্তরদাতাদেরবিচারপতির দ্বারা বর্ণিত উপরোক্ত তথ্যগুলি বিবেচনা করে, আমরা শর্ত নং ১-এর সেই অংশটি সরিয়ে রাখি যেখানে সংশ্লিষ্ট কলেজগুলিকে কাউন্সেলিং পরিচালনা করার এবং যোগ্যতার মধ্যে না গিয়ে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করার অনুমতি দেওয়া হয়।

এই বিষয়টি শেষ পর্যন্ত নিষ্পত্তি করা হবে এবং হাইকোর্টের কাছে বিচারাধীন রিট আবেদনগুলিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে, আমরা সংশ্লিষ্ট কলেজগুলির দ্বারা করা শিক্ষার্থীদের ভর্তিতে হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহী নই কারণ এগুলি রাজ্য সরকারের সাথে সমঝোতায় পৌঁছানোর পরে করা হয়। সেই জন্য, বিতর্কিত আদেশে উল্লিখিত শর্তগুলি প্রযোজ্য থাকবে।

আপিলটি উপরোক্ত শর্তে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। "

১৬. কেরালা হাইকোর্টের তারিখের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ অনুসারে আবেদনকারীদের ভর্তি স্বীকারযোগ্যভাবে ২৮.০৯.২০১৬-এ সম্পন্ন হয়েছিল। সুতরাং আমাদের কেরালা হাইকোর্টের নির্দেশ এবং প্রাসঙ্গিক তারিখে প্রযোজ্য এ. এস. সি-র নির্দেশ অনুযায়ী ভর্তির বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

১৭. এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি নিয়ে কোনও বিতর্ক থাকতে পারে না, ছাত্রছাত্রীদের অনলাইনে আবেদন করতে হত এবং এই ধরনের আবেদন করার শেষ তারিখ ছিল '০৯.০৯.২০১৬ "। এই বিষয়ে কোনও বিতর্ক নেই যে আবেদনকারীরা' ০৯.০৯.২০১৬"-এর আগে কোনও অনলাইন আবেদন করতে সফল হতে পারেননি, যদিও তাঁরা দাবি করেন যে তাঁরা ভর্তির শেষ তারিখের আগে ডিমান্ড ড্রাফ্ট তৈরি করেছিলেন।

১৮. কলেজ কর্তৃক ১৩.০৯.২০১৬-তে প্রকাশিত সমস্ত যোগ্য প্রার্থীদের ভর্তি তালিকায় আবেদনকারীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এটি নথিতেএসেছে যে আবেদনকারীরা কলেজে আবেদন করেছিলেন কেবলমাত্র কলেজ কর্তৃক ২৩.০৯.২০১৬-এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরেই এএসসি দ্বারা জারি করা ২২.০৯.২০১৬-এর আদেশ অনুসরণ করে। ৭ জন প্রার্থী প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে এএসসি ২২.০৯.২০১৬-এর আদেশ জারি করেছে যে অভিযোগ করেছে যে তাদের নাম যোগ্যদের প্রকাশিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

মেডিকেল কলেজের একজন প্রার্থী। এ. এস. সি ২২.০৯.২০১৬ তারিখের নিম্নলিখিত আদেশ জারি করেছেঃ

"আদেশ

মালাবার মেডিকেল কলেজের প্রকাশিত যোগ্য তালিকায়, সংক্ষেপে মেডিকেল কলেজে, তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত না করার অভিযোগে সাতজন অভিযোগকারীর কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

২. যখন বিষয়টি তোলা হয়, তখন মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবী দেবপ্রসাদ উপস্থিত ছিলেন। উপরের সাতজন অভিযোগকারীর বিবরণ তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। মেডিকেল কলেজের সঙ্গে যোগাযোগ করার পর বলেন যে, এই সাতজন শিক্ষার্থীর বিবরণ পাওয়ার পর মেডিকেল কলেজ আবেদনকারীদের ইতিমধ্যে প্রকাশিত যোগ্য তালিকা সহ তাদেরও তালিকাভুক্ত করবে।

৩. অ্যালান ফিলিপস কোনো আবেদনের বিবরণ বা অন্যান্য তথ্য প্রদান করেননি। অতএব, তাকে মেডিকেল কলেজে সমস্ত বিবরণ জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে কলেজ কর্তৃক তার নামটিও বিবেচনা করা হয়।

৪. মেডিকেল কলেজকে এন. ই. ই. টি র্যাঙ্কের সঙ্গে আলাদাভাবে ম্যানেজমেন্ট এবং এন. আর. আই কোটা তালিকা প্রকাশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে তা সম্ভব হয়। আবেদনকারীদের তাদের পদমর্যাদা এবং অবস্থান জানতে হবে। প্রত্যাখ্যাত তালিকা, যদি থাকে, তাও প্রকাশ করা উচিত।

৫. মেডিকেল কলেজ এ. এস. সি-র জারি করা নির্দেশাবলী, বিশেষ করে ১ নম্বর তারিখের নির্দেশাবলী মেনে চলবে।

৬. মালাবার মেডিকেলের অধ্যক্ষকে এই আদেশটি ইমেল করুন।কলেজ, এবং সমস্ত অভিযোগকারীদের তথ্যের জন্য এ. এস. সি-র ওয়েবসাইটে যোগ করুন, কারণ এ. এস. সি অফিস থেকে তাদের কাছে কোনও পৃথক যোগাযোগ করা হয় না। এই তারিখে, ২২শে সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে।

এস/ডি-

চেয়ারম্যান"

১৯. উপরোক্ত ২২.০৯.২০১৬ তারিখের আদেশের পর, কলেজ তার ওয়েবসাইটে ২৩.০৯.২০১৬-এ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, বিজ্ঞপ্তির শেষ অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপঃ

"(অবৈধ) ভর্তি তত্ত্বাবধায়ক ইঞ্জিনিয়ারের নির্দেশ অনুযায়ী, আমরা নির্ধারিত কাট অফ তারিখের আগে ডিডি সহ নিবন্ধনের জন্য তাদের ব্যর্থ প্রচেষ্টার (অবৈধ) সঙ্গে কলেজ অফিসে প্রাপ্ত এই ধরনের সমস্ত আবেদন গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। এই আবেদনগুলি শূন্য আসনে (অবৈধ) হবে।"

২০. কেরালা পেশাদার কলেজ বা প্রতিষ্ঠান (ক্যাপিটেশন ফি নিষিদ্ধকরণ, ভর্তির নিয়ন্ত্রণ, অ-শোষণকারী ফি নির্ধারণ এবং পেশাদার শিক্ষায় সমতা ও উৎকর্ষ নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা) আইন, ২০০৬ অনুযায়ী কেরালা রাজ্যে এ. এস. সি গঠন করা হয়েছে। এই আইনের অধীনে, এ. এস. সি হল অ-সাহায্যপ্রাপ্ত পেশাদার কলেজ বা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ভর্তির পুরো প্রক্রিয়া তদারকি ও পরিচালনা করা। ধারা ৪-এর উপ-ধারা (৬) এবং (৭) নিম্নরূপঃ

ধারা ৪। ভর্তি তত্ত্বাবধায়ক কমিটি।

(১) xxx xxx xxx

(৬) ভর্তি তত্ত্বাবধায়ক কমিটি এই আইনের বিধানাবলীর অধীনে প্রক্রিয়াটি ন্যায্য, স্বচ্ছ, যোগ্যতা-ভিত্তিক এবং অ-শোষণমূলক কিনা তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাহায্যপ্রাপ্ত পেশাদার কলেজ বা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ভর্তির পুরো প্রক্রিয়াটি তদারকি ও পরিচালনা করবে।

(৭) ভর্তি তত্ত্বাবধায়ক কমিটি এখানে বর্ণিত বিধান লঙ্ঘন করে ভর্তি সংক্রান্ত অভিযোগের শুনানি করতে পারে। যদি অনুসন্ধানের পর ভর্তি তত্ত্বাবধায়ক কমিটি জানতে পারে যে, সাহায্যপ্রাপ্ত পেশাদার কলেজ বা প্রতিষ্ঠানগুলি ভর্তির বিধান লঙ্ঘন করেছে, তা হলে তারা সরকারের কাছে দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপের জন্য যথাযথ সুপারিশ করবে এবং সরকার এই সুপারিশ প্রাপ্তির পর জরিমানা নির্ধারণ করতে পারবে এবং এই ধরনের প্রতিটি লঙ্ঘন বা অন্য যে কোনও পদক্ষেপের ক্ষেত্রে তা আদায় করতে পারবে এবং এর উপর সুদ সহ নির্ধারিত অর্থ এমনভাবে আদায় করা হবে যেন এটি জমির বকেয়া সরকারি রাজস্বের বকেয়া ভর্তি তত্ত্বাবধায়ক কমিটি কোনও নির্দিষ্ট কলেজ বা প্রতিষ্ঠানের যে কোনও বা সমস্ত আসনের ক্ষেত্রে করা ভর্তিকে ডি-হর্স মেরিট হিসাবে ঘোষণা করতে পারে এবং তাই অবৈধ ঘোষণা করতে পারে এবং সংশ্লিষ্টদের কাছে তা জানাতে পারে

বিশ্ববিদ্যালয়। এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার পর, বিশ্ববিদ্যালয় এই ধরনের প্রার্থীদের পরবর্তী কোনও পরীক্ষায় অংশ নিতে নিষেধ করবে এবং ইতিমধ্যেই যে সমস্ত পরীক্ষার জন্য আবেদন করা হয়েছে সেগুলির ফলাফল বাতিল করবে।

২১. ২২.০৯.২০১৬ তারিখের আদেশটি উপরোক্ত বিধিবদ্ধ ক্ষমতা প্রয়োগ করে এ. এস. সি দ্বারা গৃহীত হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। ২২.০৯.২০১৬ তারিখের আদেশে, এমন কোনও স্পষ্ট নির্দেশ ছিল না যে অভিযোগ জমা না দেওয়া অন্যান্য প্রার্থীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা উচিত বা কোনও নতুন আবেদনপত্র আহ্বান করা উচিত, তবে উপরোক্ত আদেশ থেকে দিকনির্দেশনা নিয়ে কলেজ একই ধরনের সুরক্ষা বাড়ানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করে, সমস্ত প্রার্থীদের যারা 'রেজিস্ট্রেশন'-এর জন্য তাদের ব্যর্থ প্রচেষ্টা নিয়ে আসে তবে রাইডারের সাথে যে তারা নির্ধারিত কাট অফ তারিখের আগে নেওয়া ডিমান্ড ড্রাফ্টগুলি নিয়ে আসবে। নির্ধারিত কাট অফ তারিখের আগে নেওয়া ডিমান্ড ড্রাফ্টের প্রয়োজনীয়তা একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল যা কলেজে আবেদন করার কথা কখনও ভাবেননি এমন প্রার্থীদের কোনও নতুন ডিমান্ড ড্রাফ্ট নিয়ে আসতে নিষেধ করেছিল। ভর্তির শেষ তারিখ ০৯.০৯.২০১৬-এর আগে ডিমান্ড ড্রাফ্ট না নেওয়া সমস্ত প্রার্থীকে ২৩.০৯.২০১৬-এর বিজ্ঞপ্তি স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করেছে। বর্তমান ক্ষেত্রে কলেজ আবেদনকারীদের ডিমান্ড ড্রাফ্টের বিবরণ দাখিল করেছিল এবং আবেদনের শেষ তারিখের আগে নেওয়া ডিমান্ড ড্রাফ্ট সহ তাদের আবেদন জমা দেওয়ার বিষয়ে কোনও বিতর্ক ছিল না। হাইকোর্ট একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে যে যেহেতু তারা '০৯.০৯.২০১৬'-এর আগে অনলাইন আবেদন করেনি, তাই তারা ভর্তির অধিকারী ছিল না এবং অনলাইন আবেদন জমা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা এমন একটি শর্ত ছিল যা পূরণ করা হয়নি, তাদের আবেদনগুলি এএসসি দ্বারা অনুমোদিত হয়নি এবং হাইকোর্টও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে তাদের আবেদনগুলি ০৯.০৯.২০১৬-এর পরে করা হয়েছিল এবং তাদের ২৮.০৯.২০১৬-এ কলেজে ভর্তি করা হয়েছিল। নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে কোনও বিরোধ থাকতে পারে না এবং ২৬.০৮.২০১৬-এর কেরল হাইকোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের অনলাইনে সংশ্লিষ্ট কলেজগুলিতে ভর্তির আবেদন জমা দিতে হবে এবং এন. ই. ই. টি পরীক্ষায় প্রতিফলিত যোগ্যতার ভিত্তিতে ভর্তি নেওয়া হবে।

২২, শুনানি চলাকালীন আমরা বারবার জানতে চেয়েছিঃ এন. ই. ই. টি পরীক্ষায় আবেদনকারীদের চেয়ে বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন কোনও প্রার্থী কোনও অভিযোগ জমা দিয়েছেন বা কোনও কর্তৃপক্ষের কাছে কোনও প্রতিবাদ করেছেন যে তিনি আবেদনকারীদের চেয়ে উচ্চতর পদমর্যাদা অর্জন করে কলেজে আবেদন করেছিলেন এবং ভর্তি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। উত্তরদাতারা উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত হয়ে জানতে পারেন যে তিনি কোনও অভিযোগ জমা দিয়েছেন বা কোনও কর্তৃপক্ষের কাছে কোনও প্রতিবাদ করেছেন কিনা

কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোনও প্রার্থী এবং আবেদনকারীদের কাছে এন. ই. ই. টি-র উচ্চতর পদমর্যাদার এবং ভর্তি না হওয়ার বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন এমন কোনও প্রার্থী সম্পর্কে এই ধরনের কোনও বিবরণ উল্লেখ করা হয়নি। এটিও নথিতেরয়েছে যে প্রকৃতপক্ষে ম্যানেজমেন্ট কোটা এবং এন. আর. আই কোটায় ভর্তির পরেও ৮ টি আসন পূরণ করা হয়নি যা কলেজ দ্বারা সরকারের কাছে সমর্পণ করা হয়েছিল।

২৩। এখনও শূন্য আসনের বিপরীতে স্পট ভর্তির জন্য আমন্ত্রিত আটজন প্রার্থীর নামের বিবরণ কলেজে পাঠানো হয়েছিল (বর্ধিত তারিখের মধ্যে)। সরকার কর্তৃক বরাদ্দের ভিত্তিতে ভর্তি হওয়া ৮ জন প্রার্থীর বিবরণ সংযুক্তি পি-৭-এ পাওয়া যায় এবং তাদের এন. ই. ই. টি র্যাঙ্ক সহ নামগুলি পর্যালোচনার পরে, আবেদনকারীদের পরে ভর্তি হওয়া প্রার্থীদের ইন্টার সে র্যাঙ্কগুলি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে আবেদনকারীদের তুলনায় চারজন প্রার্থী এন. ই. টি র্যাঙ্কের নিচে রয়েছেন। আবেদনকারীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র পাওয়ার পর এবং '০৯.০৯.২০১৬'-এর আগে তাঁদের ডিমান্ড ড্রাফ্ট ছিল এবং তাঁরা রেজিস্ট্রেশনের জন্য ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছিলেন বলে সন্তুষ্ট হওয়ার পর কলেজ '২৭.০৯.২০১৬'-তে তাঁদের নাম প্রকাশ করে, যে তালিকাটিও নথিতেরয়েছে। '২২.০৯.২০১৬' তারিখের আদেশ জারি করে সমগ্র ভর্তি প্রক্রিয়া তদারকি ও নির্দেশনা দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া এএসসি-কে কলেজ ৭ জন প্রার্থীর নাম অন্তর্ভুক্ত করতে বলা হয়, যাঁদের নাম আগে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, কলেজ উক্ত সুবিধা এবং ভর্তির নির্ধারিত কাট অফ তারিখের আগে নেওয়া ডিমান্ড ড্রাফ্ট সহ রেজিস্ট্রেশনের জন্য ব্যর্থ প্রচেষ্টার প্রমাণ সহ আসা অন্যান্য প্রার্থীদের সুবিধা প্রদান করে। কলেজ কর্তৃক ২৩.০৯.২০১৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা কোনও অসৎ উদ্দেশ্য দেখতে পাচ্ছি না। তারা এমন ৭ জন প্রার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করার আদেশ পেয়েছিল যাদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং একইভাবে অবস্থিত অন্যান্যদের জন্য একই সুবিধা প্রসারিত করেছিল।

২৪। উচ্চ আদালত ঋষভ চৌধুরী বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্যদের (২০১৭) ৩ এস. সি. সি ৬৫২ মামলায় এই আদালতের রায় উল্লেখ করেছে। উচ্চ আদালত রায়ের ১৫ এবং ১৬ অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করেছে যা নিম্নলিখিত প্রভাব ফেলেছেঃ

> "১৫. *এই আদালতের সামনে প্রশ্নটি বর্তমান পরিস্থিতির জন্য কাকে দায়ী করা হবে তা নয়-তা সে ছাত্রদেরই হোক, কলেজ বা ছত্তিশগড় রাজ্যই হোক। প্রশ্নটি আসলেই আইনের শাসন বজায় রাখা উচিত কি না। আমাদের মতে, উত্তরটি দ্ব্যর্থহীনভাবে ইতিবাচক। কলেজ*

এবং ছত্তিশগড় রাজ্য আইন মেনে চলেনি যার ফলে আবেদনকারী পরিস্থিতির শিকার হয়ে কলেজ এবং ছত্তিশগড় রাজ্য তাদের অব্যবস্থাপনার শিকার হওয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কারণ দিয়েছে। আবেদনকারীর দুর্দশা দুর্ভাগ্যজনক কিন্তু এটি সাহায্য করা যায় না।

১৬। জমা দেওয়ার সময় আমাদের বলা হয়েছিল যে অনুরূপ কিছু শিক্ষার্থী এন. ই. ই. টি-তে অংশ নিয়েছিল এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। আবেদনকারীর মতো যে শিক্ষার্থীরা এন. ই. ই. টি-তে অংশ নেয়নি এবং কেবল কলেজ ও ছত্তিশগড় রাজ্যের উপর আস্থা রেখেছিল তারা একটি জুয়া খেলেছিল এবং দুর্ভাগ্যবশত সেই জুয়া সফল হয়নি। যদিও আমাদের সহানুভূতি আবেদনকারী এবং একইভাবে নিযুক্ত শিক্ষার্থীদের প্রতি হতে পারে, আমরা সময়ে সময়ে এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিপরীতে যেতে পারি না, কেবল তাদের সুবিধার জন্য।

২৫. ঋষভ চৌধুরীর (উপরে উল্লিখিত) ক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষার ভিত্তিতে বিবিএস কোর্সে ২০১৬-২০১৭ বছরটিতে কলেজ কর্তৃক ভর্তি করা হয়েছিল। এই আদালত উপরোক্ত রায়ে লক্ষ্য করেছে যে, এই আদালত ইতিমধ্যেই ক্রিশ্চিয়ান মেডিকেল কলেজ, ভেলোর এবং অন্যান্য বনাম ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্যদের (২০১৪) ২ এস. সি. সি. ৩০৫-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের তারিখ 'আই. ডি. ৩'-এর রায়কে স্মরণ করে 'আই. ডি. ৪'-এর একটি আদেশ পাস করেছে, 'আই. ডি. ১'-এর উপর মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক দায়ের করা প্রজ্ঞাপনে পর্যালোচনা করা হয়েছে যে পরীক্ষাটি এন. ই. ই. টি দ্বারা পরিচালিত হবে। ঋষভ চৌধুরী মামলায় (উপরে) এই আদালত সংকল্প চ্যারিটেবল ট্রাস্টে (উপরে) এই আদালতের তারিখ 'আই. ডি. ২'-এর আদেশটিও লক্ষ্য করেছে যেখানে এই আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে কোনও বেসরকারী কলেজ দ্বারা 'এম. বি. বি. এস' বা 'বি. ডি. এস' অধ্যয়নে ভর্তির জন্য কোনও পরীক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হবে না। ৯ থেকে ১২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ

"৯, সংকল্প চ্যারিটেবল ট্রাস্টের ১ নম্বর তারিখের একটি আদেশে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে কোনও বেসরকারী কলেজ বা সমিতি বা কোনও বেসরকারী/ডিম্ড বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা এমবিবিএস অধ্যয়নের জন্য ভর্তির জন্য কোনও পরীক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হবে না।

১০. পরবর্তীকালে এই আদালত '২৮-৪-২০১৬ "তারিখের আদেশ সংশোধন করতে অস্বীকার করে। একটি আদেশও জারি করে স্পষ্ট করে দেওয়া হয় যে, এই ধরনের সমস্ত প্রার্থী যারা এন. ই. ই. টি-১-এ উপস্থিত হতে পারেননি এবং যারা উপস্থিত হয়েছিলেন কিন্তু তাদের আশঙ্কা ছিল

তারা যে ভাল প্রস্তুতি নেয়নি, এই প্রার্থীদের এন. ই. ই. টি-১-এর জন্য তাদের প্রার্থীতা ছেড়ে দেওয়ার বিকল্প সাপেক্ষে এন. ই. ই. টি-২-এ উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। এটি আরও স্পষ্ট করা হয়েছিল যে শুধুমাত্র এন. ই. ই. টি শিক্ষার্থীদের এম. বি. বি. এস অধ্যয়নে ভর্তি হতে সক্ষম করবে।"

১১। এই আদালত কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত এই সমস্ত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, এটা স্পষ্ট যে ২১-১২-২০১০ তারিখের বিজ্ঞপ্তিটি পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এবং এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি কেবল এন ই ই টি। এবং এন ই ই টি॥ এর মাধ্যমেই হতে পারে। ভর্তি অন্য কোনও প্রক্রিয়া অনুমোদিত ছিল না। এই পটভূমিতে, ছত্তিশগড়ের মেডিকেল শিক্ষা পরিচালক ১৩-৭-২০১৬ তারিখে বা তার কাছাকাছি সময়ে কলেজকে চিঠি লিখেছিলেন যে ম্যানেজমেন্ট কোটা এবং এনআরআই কোটার জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য অনুষ্ঠিত সি জি এম এ টি-২০১৬ পরীক্ষার শর্তাবলী অনুসারে কলেজ কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত ভর্তি বাতিল করার পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। অবশেষে ২৮-৭-২০১৬ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে ছত্তিশগড়ের মেডিকেল শিক্ষা পরিচালক এমবিবিএস কোর্সে প্রদত্ত ভর্তি বাতিল করার জন্য কলেজকে সুপারিশ করেন। এর ফলে আবেদনকারী এই আদালতে একটি রিট আবেদনদায়ের করেন।

১২। আবেদনকারীর পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়েছে যে, যেহেতু সি. জি. এম. এ. টি-২০১৬ পরীক্ষাটি কলেজ দ্বারা পরিচালিত হওয়ার পরে এবং ছত্তিশগড় রাজ্য দ্বারা তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের পরে তাঁকে কলেজ দ্বারা ভর্তির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং যেখানে কোনও অনিয়মের অভিযোগ ছিল না, তাই তাঁর ভর্তিতে ব্যাঘাত ঘটানো উচিত নয়। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে আবেদনকারী অবশ্যই ভুল ছিলেন না এবং কলেজ এবং ছত্তিশগড় রাজ্য দ্বারা সংঘটিত একটি আপাত ভুলের শিকার হওয়ার কোনও কারণ নেই।

২৬। সেই ক্ষেত্রে তথ্যের প্রেক্ষাপটে ১৫ এবং ১৬ অনুচ্ছেদে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। বর্তমান ক্ষেত্রে এমন কোনও মামলা নেই যেখানে আবেদনকারীরা এন. ই. ই. টি পরীক্ষায় উপস্থিত হননি বা এন. ই. ই. টি-তে অন্যান্য প্রার্থীদের যোগ্যতা উপেক্ষা করে তাদের ভর্তি দেওয়া হয়েছিল। আবেদনকারীদের কাছে উচ্চতর পদমর্যাদা বা যোগ্যতা অর্জনকারী এবং 'কলেজে ভর্তি দেওয়া হয়নি' এমন কোনও প্রার্থী সম্পর্কে কোনও বিবরণ আমাদের নজরে আনা হয়নি। এটি সত্য হতে পারে যে 'এ. এস. সি'-র তারিখের আদেশ কলেজকে স্পষ্টভাবে সমস্ত প্রার্থীদের আমন্ত্রণ করার অনুমতি দেয়নি যারা আগে অনলাইনে নিবন্ধনের জন্য তাদের ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছিল

কলেজের যোগ্য প্রার্থীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হলেও এ. এস. সি-র কাছে অভিযোগ করা ৭ জন প্রার্থী ছাড়াও অন্যদের এই সুযোগ দেওয়া হলে কলেজের এই ধরনের পদক্ষেপকে দুর্বোধ্য বা পরোক্ষ উদ্দেশ্যের সঙ্গে বলা যায় না, বিশেষ করে যখন একই রকম অবস্থানে থাকা প্রার্থীদের যোগ্য প্রার্থীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। উচ্চ আদালত সেই গুরুত্বপূর্ণ শর্তটি যথাযথভাবে বিবেচনা করেনি যা কলেজ কর্তৃক ২৩.০৯.২০১৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তিে রাখা হয়েছিল যে প্রার্থীরা অনলাইনে নিবন্ধনের জন্য ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছেন বলে দাবি করে আসবেন এবং প্রমাণ নিয়ে আসবেন যে তারা ভর্তির শেষ তারিখের পূর্ব তারিখের ফি-র ডিমান্ড ড্রাফ্ট প্রস্তুত করেছেন। উপরের সুরক্ষাটি সেই আবেদনকারীদের জন্য যথেষ্ট ছিল যারা ভর্তির শেষ তারিখের আগে কলেজে ভর্তির কথা কখনও ভাবেননি।

২৭. এটি বিতর্কিত নয় যে, আবেদনকারীদের কাছে কলেজের নামে ডিমান্ড ড্রাফ্টের প্রমাণ ছিল যা ভর্তির শেষ তারিখের আগে ছিল। বর্তমান মামলার তথ্যে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা ৩০.০৯.২০১৬-এ ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল এবং এ. এস. সি প্রথমবার শুধুমাত্র ০৩.০৬.২০১৬-এ তাদের ভর্তির অনুমোদন দেয়নি এবং আরও আবেদনকারীদের উচ্চ আদালত দ্বারা এম. বি. বি. এস প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, এই সময়ে, আমরা এ. এস. সি এবং উচ্চ আদালত দ্বারা নির্দেশিত উপরের ত্রুটিগুলির কারণে আবেদনকারীদের কলেজ থেকে বের করে দিতে আগ্রহী নই।

২৮। ফলস্বরূপ, আমরা হাইকোর্টের আদেশের পাশাপাশি ভর্তি তত্ত্বাবধায়ক কমিটির আদেশও বাতিল করে দিই।

দেবিকা গুজরাল। আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sk. Naved Shahariar